দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAY 15 1999
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

130

বুয়েটের অচলাবস্থা অবসানের লক্ষণ নেই

বুয়েট রিপোর্টার ॥ প্রায় তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হলেও বুয়েটের অচলাবস্থা অবসানের কোন লক্ষণ নেই। বুয়েট কবে খুলবে এ প্রশ্নের উত্তর বুয়েটের উপাচার্য, শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক কেউই দিতে পারছেন না। সবাই তাকিয়ে আছেন বুয়েট কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটির দিকে। সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকেও বুয়েট খোলার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়ার কোন খবর পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, বুয়েটের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ কর্তৃপক্ষ প্রত্যাহার না করায় উচ্ছৃঙ্খল ছাত্ররা ব্যাপক ভাংচুর করলে বুয়েট কর্তৃপক্ষ গত ২৭ এপ্রিল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বুয়েট বন্ধ ঘোষণা করে। এরপর থেকে বুয়েটে অচলাবস্থা বিরাজ করছে।

বুয়েটের উপাচার্য ডঃ নূরুদ্দীন আহমেদ বৃহস্পতিবার জনকণ্ঠকে বলেন, বুয়েট কবে খুলবে এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না। তদন্ত কমিটি রিপোর্ট না দেয়া পর্যন্ত কিছু করা যাচ্ছে না। সরকারের উচ্চ পর্যায়ে এ ব্যাপারে কোন আলাপ হয়েছে কিনা জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর সাথে আলাপ হয়েছে কিন্তু বুয়েট খোলার ব্যাপারে কোন আলাপ হয়নি। শিক্ষক সমিতির বিভিন্ন দাবির ব্যাপারে ডঃ নূরুদ্দীন আহমেদ বলেন, সবকিছু নির্ভর করছে তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ওপর।

বুয়েট শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ হাসিব মোহাম্মদ আহসানও বলেছেন, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট না দেয়া পর্যন্ত বুয়েট খোলার ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না। তিনি বলেছেন, বুয়েট খোলার ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। ডঃ হাসিব আরও বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে পবিত্র রাখতে হলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বুয়েটের ছাত্র সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য শিক্ষক সমিতির দাবির ব্যাপারে ডঃ হাসিব বলেন, ছাত্র সংসদের উচিত ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করা। তারা তা তো করেইনি বরং সম্পদ ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। সুতরাং এ ছাত্র সংসদ থাকার কোন দরকার নেই বলে আমরা মনে করি।

বুয়েটের বর্তমান অচলাবস্থায় বুয়েটের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই হতাশ হয়ে দারুণ অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। জানা গেছে, প্রায়ই ক্যাম্পাসের গেটে কিছু কিছু ছাত্রছাত্রী এসে খোঁজ নেয় 'বুয়েট কবে খুলতে পারে'?